খোয়াই এর পথে

"কি রে আর কতক্ষন লাগবে তোর? ট্রেন তো চলে যাবে এবার" – বাইরে থেকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করে রোহান। " ট্রেন ছাড়তে অনেক বাকি।আর এখন থেকে স্টেশনে যেতে তো গাড়ি তে মিনিট কুড়ি। দাঁড়া যাচ্ছি।" চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলে উঠলো রোহিত। মাকে বলে নিজের ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এলো সে, পিছনে পিছনে ওর মাও হাসি মুখে বেরিয়ে এলো। রোহিতের মাকে দেখে রোহান আর রোহানের বউ রিয়া গাড়ি থেকেই বলে উঠলো " চিন্তা করবেন না কাকিমা ওকে নিয়ে, ও আমাদের সাথে ভালোই থাকবে।" রোহিতের মা হেঁসে বলে উঠলো তোরা সবাই সাবধানে যাস, সাবধানে থাকিস আর পৌঁছে ফোন করে দিস। গাড়ির দরজা খুলে সামনের সিটে বসে পিছনের দিকে তাকিয়েই অবাক হয়ে দেখলো একটা একটা মেয়ে রিয়ার পাশে বসে আছে। অবাক চোখে রিয়া আর রোহানের দিকে তাকিয়ে দেখতে রিয়া বলে উঠলো "এটা আমার মাসতুতো বোন চন্দ্রা। আমাদের সাথে যাবে বললো তাই নিয়ে এলাম।তোর কোনো প্রবলেম নেই তো।" "আমার আবার কিসের প্রবলেম" বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ওর কথা বলার স্টাইল দেখে রিয়া আর রোহিত দুজনেই হেসে উঠলো হো হো করে।

রোহান আর রোহিত ছোটবেলা থেকে একই পাড়ায় থাকতো। একই স্কুল কলেজ। কলেজের পর রোহিত ফ্ল্যাট কিনে এ পাড়ায় চলে এলেও বন্ধুত্বটা রয়ে গেছে। কলেজে পড়ার টাইমে রোহান এর সাথে রিয়ার আলাপ হয় , পরে রিয়াকে বিয়ে করে রোহান। রোহিত আর রোহান দুজনে বেস্ট ফ্রেন্ড হওয়ার

জিৎ

জন্য রিয়ার সাথে রোহিতের সম্পর্কটাও তুইতোকরি জায়গায় আছে। আগে ছিল দুজন এখন রিয়াকে নিয়ে তিনজন। বছরে দু থেকে তিনবার একসাথে কোথাও না কোথাও এরা ঠিক ঘুরতে যায়। রোহান বিয়ে করে নিলেও

রোহিত এখনও বিয়েটা করেনি। সে তার ফটোগ্রাফি নিয়েই সারাক্ষন ব্যাস্ত। নিজের একটা স্টুডিও আছে সেটা থেকে টাকাও চলে আসে আর বিয়ের সিজন হলে তো দম ফেলার সময় পায় না। রিয়া আর রোহিত অনেক বার বলেছে বিয়ে করার জন্য কিন্তু ওর এক কথা " দুর এই বেশ ভাল আছি"। রোহিতের

ট্রাভেল এজেন্সি আছে। তাই ওদের ঘুরতে যাওয়ার জন্য অত প্রবলেম হয়না। সব কিছুই রোহিত ঠিক করে ফেলে। এবারে তিনজনে মিলে ঠিক করেছিল শান্তিনিকেতন যাবে বসন্ত উৎসব দেখতে। তাই আজ সেখানে যাওয়ার জন্যই এত আয়োজন। রোহিত বলেছিল গাড়ি নিয়েই যাবে কিন্তু রিয়া বেঁকে বসে তাই অবশেষে ট্রেন।

স্টেশন যখন পৌঁছলো ট্রেন ছাড়তে তখনও অনকেটাই বাকি। নিজের ব্যাগ নিয়ে যখন গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন পিছন থেকে রিয়া বলে উঠলো " তুই কি রে, আমায় আর আমার ব্যাগ তো রোহান সামলে নেব। চন্দ্রা একটা বাচ্চা মেয়ে, ওকে আর ওর ব্যাগটা কে তুই সামলা অন্তত।" কথাটা শুনে রোহিত বলে উঠলো " বাচ্চাই বটে, আর আমায় কে সামলায় তার ঠিক নেই" কথাটা বলে চন্দ্রার ব্যাগটা নিয়ে এগোতে যাচ্ছে পিছন থেকে রোহান বলে উঠলো " ঠিক আছে ওখানে গিয়ে চন্দ্রাকে বলবো তোকে সামলানোর জন্য। এমন ভাবে বললো যে রোহিতের কানটা লাল হয়ে গেলো।

জিৎ

চন্দ্রার দিকে তাকিয়ে দেখলো সে মুখ লাল করে মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ও তাড়াতাড়ি করে ওদের ফেলে এগিয়ে যেতে যেতে রিয়া আর রোহানের হাসির আওয়াজ শুনতে পেলো।

ট্রেনে উঠেই রিয়া জানলার দিকে সিটে বসে পরলো আর উল্টো দিকের সিটে চন্দ্রা কে বসিয়ে রোহিতকে বললো তুই আমার পাশে বসবি। একদম চন্দ্রার পাশে বসার চেষ্টা করবি না। রোহন তুই বরং চন্দ্রার পাশে বস। রোহিত বললো ভালো রে ভালো কে বসতে গেছে। তুই বরং তোর বোনের পাশে গিয়ে বস আমায় জানালাটা ছেড়ে দিয়ে, আমি। রোহান এই দিকে বসছি। রিয়া একবার রোহিতের দিকে তাকিয়ে উঠে গিয়ে চন্দ্রার পাশে বসে পরলো। ট্রেন ছাড়ার পর থেকেই তারপর শুরু হলো রিয়ার নানা বায়না, এটা খাবো ওটা খাবো, এটা কিনবো। রোহিত ভুল করে একবার বলে ফেলেছিল ,” এত খাস না আরো মুটিয়ে যাবি।“ সঙ্গে সঙ্গে রিয়ার উত্তর আমার বরের তাতে কিছু এসে যায় না। তোর যদি রোগা মেয়ে পছন্দ তাহলে চন্দ্রা কে ভাবতে পারিস, এ এমনিতেই রোগা আর খায় ও কম। তোর সাথে ভালোই লাগবে। রোহিত আর ভুলেও সারা ট্রেনে খাওয়া নিয়ে আর কোনো কথা বলেনি। ওরা তিনজনে সারা ট্রেন ওদের টুর এর প্ল্যানিং করে নিচ্ছিল যে কবে কি করবে। হটাৎ করে রোহিত এর কিছু মনে হতে চন্দ্রার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো চন্দ্রা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। ওর সাথে চোখে চোখ পড়তেই চন্দ্রা একটু হেসে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতে শুরু করলো। জানলা দিয়ে হওয়া এসে

জিৎ

চন্দ্রার চুলগুলো এলোমেলো করে দিচ্ছে আর চন্দ্রা মাঝে মাঝে হাত দিয়ে সেটা সরিয়ে ঠিক করে নিচ্ছে। সাধারন একটা ব্যাপার কিন্তু কে জানে কেনো রোহিত চন্দ্রার দিক থেকে মুখ সরাতে পারছিল না। রোহন ব্যাপার টা দেখে রিয়াকে ইশারা করে দেখাতে রিয়া মুখ টিপে একটু হাসে চুপ করে গেল।কোনো কথাই বললো না আর। কিছুক্ষণ পরেই রোহিত নিজেই ব্যাপার ত বুঝতে পেরে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার তাদের প্ল্যানিং শুরু করল রোহানের সাথে। রোহান ও এই ব্যাপারে আর কিছু বললো না।

ঠিক সময়ে ট্রেন বোলপুর স্টেশনে থামতে রোহিত নিজের আর চন্দ্রার ব্যাগটা নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের বাইরে তাড়াতাড়ি চলে এলো। ভয় হলো আবার রিয়া না টিটকিরি দিতে শুরু করে। খানিকক্ষণ পরে রিয়া, চন্দ্রা আর রোহন যখন বাইরে এলো ততক্ষনে রোহিত তাদের গেস্ট হাউসে যাওয়ার জন্য একটা টোটো ঠিক করে তার ওপর উঠে বসে আছে।রিয়া কিছু বলতে যেতেই রোহিত বলে উঠলো,” এখন কোনো কথা নয়, আগে গেস্ট হাউসে চল, ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করি তারপর যা ইচ্ছে বলিস তুই।“ রিয়া হেসে ফেলে টোটোতে উঠে পড়ে । রোহন আর চন্দ্রাও উঠে পরার পর টোটোওলা ওদের নিয়ে স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

গেস্ট হাউসে এসে রিয়া আর চন্দ্রা যখন ফ্রেশ হয়ে ঘর থেকে বেরোয় তখন দেখে দুই বন্ধু নিজেদের মধ্যে গল্পো করছে। ওরা এগিয়ে এসে যখন দুই বন্ধুকে ডেকে বলে এবার খেতে যেতে হবে তখন রোহিত পিছন ফিরে দেখে এগিয়ে যেতে গিয়েও থমকে যায় চন্দ্রকে দেখে। শাড়ী পরে চন্দ্রাকে অসাধারন সুন্দর লাগছিল। কিছুক্ষন রোহিত কোনো কথা। না বলে শুধু চন্দ্রকে দেখতে

জিৎ

থাকে তারপর আসতে আসতে ওদের সাথে হোটেলে খেতে যায়। খেয়ে ফিরতে ফিরতে প্রায় বিকেল। ওরা গেস্ট হাউসের দিকে আসার সময় রোহিত হটাৎ করে বলে ,” তোরা এক কাজ কর, তোরা ফিরে একটু বিশ্রাম কর, আমি এদিক ওদিক একটু ঘুরে বেড়াই।“ রোহন আর রিয়া রোহিতকে খুব ভালো করে চিনত বলে কোনো কথা না বলে এগিয়ে যেতে গিয়ে চন্দ্রার কথা শুনে দাঁড়িয়ে যায়। চন্দ্রা বলে” আমিও রোহিত সাথে একটু ঘুরে আসি না। সেই কোন ছোটবেলায় এসেছিলাম। তোদের আপত্তি নেই তো?”বলে রোহিতের দিকে ঘুরে বলে “ আপনার অসুবিধা নেই তো কোনো?” রোহিত মাথা নেড়ে না বলতে চন্দ্রা রোহিতের সাথে ঘুরতে বেরিয়ে যায়,রোহন আর রিয়া গেস্ট হাউসে যাওয়ার পথে এগিয়ে যায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যখন রোহিত রিয়া আর রোহনকে দেখতে না পায় সে তখন নিশ্চিত মনে একটা সিগারেট ধরিয়ে

আসতে আসতে চন্দ্রার সাথে এগিয়ে যায়। আসলে রোহানের সিগারেট খাওয়া মানা কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে খায় আর রিয়া দেখলে চাঁচামিচি করবে তাই রোহন খেতে পারছে না , আর রোহনের সামনে ওর খেতে খারাপ লাগে তাই ও ঘুরে আসার নাম করে বেরিয়ে এসেছে। হটাৎ পাশে কাশির আওয়াজ শুনে দেখে সিগারেটের ধোঁয়া লেগে চন্দ্রা কাশতে শুরু করেছে। একটু পর কাশি থামতে চন্দ্রা নিজেই বলে ওঠে, “ ধোঁয়ায় আমার কাশি শুরু হয়ে যায়। আচ্ছা

আপনি এত সিগারেট খান কেনো? ট্রেনেও দেখলাম, খেতে যাওয়ার আগে দেখলাম আর এখন আবার। আমার এই সিগারেটের ধোঁয়া আর গন্ধে কষ্ট হয়”। হটাৎ কি মনে হলো প্রায় পুরো সিগারেটটাই ফেলে দিল রোহিত।

জিৎ

চন্দ্রা ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বললো” থ্যাংক ইউ। আমরা কোথায় যাবো এখন, খোয়াই?” “ না। না একা একা খোয়াই গেলে রিয়া আমায় আস্ত পুতে দেব, ওকে ছাড়া খোয়াই যাওয়ার কথাই নেই, এই ক্যাম্পাসটা ঘুরবো আর মিউজিয়াম যাবো। কাল হোলি তাই কাল বন্ধ। পরশু দিন টাইম হবে কিনা ঠিক নেই তাই আজ ওখান থেকে ঘুরে আসবো।“ উত্তর দিল রোহিত। জানেন অনেক দিন আগে মা বাবার সাথে এসেছিলাম,তারপর আর আসা হয় নি।সব ভুলে গেছি” চন্দ্রা বললো। “ সে অসুবিধা কিছু নেই, আমার অনেক বার এখানে আসা, আমি সব বলে দেব” রোহিত হেসে উত্তর দিল।

দুজনে যখন ক্যাম্পাস আর মিউজিয়াম দেখে গেস্ট হাউসে পৌঁছলো ততক্ষনে প্রায় সাতটা বাজে। ওরা ঢুকতেই রিয়া চাঁচিয়ে উঠলো,” তোর কোনো কান্ডজ্ঞান নেই, একটু ঘুরে আসি বলে এখন আসছিস। ভাবলাম খোয়াই যাবো, কেনাকাটা করবো তোর জন্য হলো না।” “ বা রে তুই তো বললি পরশু খোয়াই যাবি। বল না যে তোর বোন আমার সাথে ছিল বলে তোর এত চিন্তা। কেনা কাটা করবি যখন তখন এখনিই চল বাইরের মার্কেট তো আছে।“ রোহিত হেসে বললো। তোর সাথে ছিল বলেই আমার কোনো চিন্তা ছিলো না, চলো সবাই মার্কেট ঘুরে একদাম খেয়ে ফিরবো। কাল সকাল সকাল উঠতে হবে।“ হাসি মুখে রিয়া কথাগুলো বলে দরজার দিকে চলে গেলো।

পরের দিন সকালে রিয়ার ডাকে ঘুম ভঙ্গলো। রোহন উঠে দরজা খুলতেই রিয়া বললো তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে চল এবার। দু বন্ধু মুখ ধুয়ে নিচে নেমে আসে। রোহিতের সাথে তার ক্যামেরা। আজ সে প্রচুর ছবি পাবে। এখনকার

বসন্ত উৎসব তো বিখ্যাত। নিচে নেমে দেখে রিয়া দাড়িয়ে কিন্তু চন্দ্রা নেই। রিয়া বলে তোরা এগো।চন্দ্রা রেডি হয়ে আসছে, আমরা যাচ্ছি বলে হেসে ফেলে। রোহিত কিছু বুঝতে না পেরে ঘুরে দাঁড়াতেই এক মুঠো আবির তার মাথা আর মুখ ভর্তি করে দেয় আর শুনতে পায় হাসির আওয়াজ। কিছু বলার জন্য মুখ তুলে তাকিয়ে চুপ করে যায়। দেখে শাড়ী পরে ঠিক তার সামনে চন্দ্রা দাঁড়িয়ে। চুল খোঁপা করা, কিছু চুল তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে গালের ওপর পড়ছে। হটাৎ নিজের চুল নিজেই হাত দিয়ে সরাতে গিয়ে নিজের মুখেই আবির মাখিয়ে ফেলে চন্দ্রা। লাল আবির একদিকের গালে লেগে ওকে আরো বেশি সুন্দরী করে তোলে। রোহিত আর চোখ ফিরাতে পারে না। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থেকে চন্দ্রা মাথা নিচু করে চলে যায়। চারজনে মিলে যখন যেখানে দোল খেলা হয় সেখানে পৌঁছয় ততখনে ভালোই ভিড় হয়ে গেছে। রোহিত ছবি তুলবে বলে ক্যামেরা ঠিক করে আর ও নিজের মনে ছবি তুলে যায়। ছবি তুলতে তুলতে বুঝতে পারে চন্দ্রা ওকেই দেখে যাচ্ছে। নিজের মনেই ওর একটা আলাদা অনুভূতি আসে আর সব ছেড়ে চন্দ্রার ছবি তুলতে শুরু করে।

কাল সকালের ট্রেনে ফিরে আসবে ওরা তাই হোলির পরদিনই সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে ক্যাম্পাস আর বাকি যা যা আছে সব দেখতে বেরিয়ে যায় ভাড়া করা টোটোতে।চন্দ্রার উল্টো দিকে বসে মনে মনে কালকের কথাগুলো ভাবছিল রোহিত। সে বুঝতে পারে না চন্দ্রা তাকে পছন্দ করে নাকি নর্মাল ভাবেই ও তার সাথে মিসছে। ও ডাইরেক্ট জিগ্যেসও করতে পারছে না চন্দ্রা কে। সে একবার ভাবল রোহণকে বলে যে তার চন্দ্রাকে পছন্দ হয়ছে ত

জিৎ

আর কিছু বলতে পারে না। প্রান্তিক স্টেশন পেরিয়ে ওরা সোনার তরী আর প্রান্তিক ঘুরতে শুরু করে তখন রোহন ওর কাছে এসে বলে " তোর চন্দ্রা কে পছন্দ হলে বল, আমাদের দুজনের কোনো আপত্তি নেই। চন্দ্রারও নেই মনে হয়। চাইলে তুই বলতে পারিস ওকে।" আনন্দে রোহিত রোহনকে জড়িয়ে ধরে। মনে মনে ঠিক করে নেয় খোয়াইয়ের কাছে গিয়ে চন্দ্রাকে প্রপোজ করবে। রোহন যখন বলেছে তখন সব জেনেই বলেছে। প্রান্তিক দেখে ওরা খোয়াইয়ে যাওয়ার জন্য বলে টোটোতে উঠে বসে। প্রান্তিক থেকে খোয়াই যেতে গেলে রেললাইন ক্রস করতে হয়। হটাৎ করে একটা গর্তে পড়ে টোটো টা উল্টে যায় আর ওরা চারজনই রেললাইনে পরে যায়।ওরা আস্তে আস্তে উঠে পড়লেও দেখে চন্দ্রা উঠতে পারে নি। কাছে গিয়ে দেখে রেললাইনের পাশের একটা পাথরের ওর মাথা লেগেছে আর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। রোহিত কোনো কথা না বলে চন্দ্রাকে কোলে তুলে নিয়ে টোটোতে উঠে বসে। রোহন আর রিয়াও বসে পরে। অচৈতন্য অবস্থায় বোলপুর হসপিটালে যখন চন্দ্রাকে নিয়ে পৌঁছয় তখন অনেকই সময় চলে গেছে। রোহিতের জামা রক্তে ভর্তি। কিছুক্ষণ পরে যখন ডাক্তার এসে ওদের বলে চন্দ্রা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে তখন আর রোহিত থাকতে পারে না। মেঝেতেই বসে পড়ে চোখ বন্ধ করে দেয়।

হটাৎ করে রোহিতের সারা শরীর কেঁপে উঠে খুব জোর আর শুনতে পায় " পিকচার আভি বাকি হে মেরে দোস্ত"। বুঝতে পারে না কিছু রোহিত, আবার তার সারা শরীর কেঁপে উঠে শুনতে পায় ," কাকিমা এটা কি মানুষ। না কুম্ভকর্ণ, বাইরে মাইক চলছে, ঘরে এতো জোরে টিভি চালিয়ে কেউ চেয়ারে কি করে এই ভাবে ঘুমোয়।" সঙ্গে সঙ্গে কথাটা শুনে চোখ খুলে ফেলে

জিৎ

রোহিত। দেখে রোহন তার দিকে তাকিয়ে আছে। “ কি করে ঘুমস তুই এভাবে? কখন থেকে ডাকছি।কাল আমার বাড়িতে তোর নিমন্ত্রণ তাই আমরা তোকে নিমন্ত্রণ করতে এলাম এসে দেখছি ঘুমাচ্ছিস। এবারে তো কোথাও যাওয়া হলো না তাই ভাবলাম তোকে নিমন্ত্রণ করে নি কাল। একসাথে আড্ডা মারা যাবে।“ রোহন আবার বলল। রোহিত বুঝতে পরলো এতক্ষন সে স্বপ্ন দেখছিল।মনে মনে ভাবলো কি বিচ্ছিরি স্বপ্ন রে বাবা। হটাৎ বললো কাল কিসের নিমন্ত্রণ রে, আর তোরা মানে? রিয়া মা এর সাথে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললো ,” কাল দোল আমার বোনের জন্মদিন আর আমরা বলতে তুই, আমি রোহন আর এই আমার বোন চন্দ্রা.....এই এই কি করছিস ছার ওকে।“ কথা শেষ না করে রিয়া চিৎকার করে উঠলো। রোহিত ততক্ষনে চেয়ার উল্টে ফেলে একলাফে গিয়ে চন্দ্রাকে জড়িয়ে ধরেছে বুকে আর চন্দ্রা প্রানপন চেষ্টা করছে নিজেকে ছড়িয়ে নেয়ার। রোহিত তখন শুনতে পেলো বাইরের মাইকে বেজে উঠেছে “ যে ছিল আমার স্বপনচারিনী..”

জিৎ